actionaid
তৃণমূল বার্তা
এলআরপি ৫৫ | ১ম সংখ্যা | জুন-২০২৬

“আর্ট ফর হোপ”: শিশুদের চোখে সৃজনশীলতা, সহনশীলতা ও আশার গল্প

প্রান্তিক শিশুদের চিত্রকলা প্রদর্শনী “আর্ট ফর হোপ”

একশনএইড বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এবং আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা-এর সহযোগিতায় আয়োজিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের আঁকা চিত্রকর্ম নিয়ে দুই দিনব্যাপী শিশুদের চিত্রকলা প্রদর্শনী “আর্ট ফর হোপ” অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রদর্শনীটি ১১-১২ মার্চ ২০২৬ তারিখে, প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা, ধানমন্ডিতে অনুষ্ঠিত হয়।

১১ মার্চ বিকাল ৩টায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে এই আয়োজনের সূচনা হয়, যেখানে শিশুদের সৃজনশীলতা ও সহনশীলতাকে উদযাপন করা হয়। প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পুরস্কারপ্রাপ্ত পাঁচ বছর বয়সী শিশু শিল্পী মারিয়াম নাসরিন আফসানা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একশনএইড বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এর শিক্ষক খোজাইমা ফাতেহালি জিয়াউদ্দিন, কার্টুনিস্ট ও শিল্পী মোরশেদ মিশু এবং বিশিষ্ট অভিনেতা ও চিত্রশিল্পী আফজাল হোসেনসহ বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং শিশুদের সৃজনশীলতা অব্যাহত রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।

শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও হ্যাপি হোমের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে একশনএইড বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে প্রান্তিক শিশুদের শিক্ষা, সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ তৈরি করে আসছে। এসব উদ্যোগ শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করেছে, যেখানে তারা শিখতে, বেড়ে উঠতে এবং নিজেদের স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে।

শিশুদের নেতৃত্ব বিকাশে জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান

চন্দ্রাবতি উর্মি, ইয়ুথ গ্রুপের সদস্য, এলআরপি-৫৫, একশনএইড বাংলাদেশ

খিলগাঁও ৭৪ নং ও ২ নং ওয়ার্ডে, নন্দীপাড়া ও গোড়ান এলাকায় একশনএইড বাংলাদেশ, এলআরপি-৫৫ নিজ পরিচালিত শিশু বিকাশ কেন্দ্রে কমিউনিটির শিশুদের নেতৃত্বের দক্ষতা বিকাশের জন্য জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এই প্রশিক্ষণে ১০০ জন শিশু সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণে শিশুদের মধ্যকার পারস্পরিক বন্ধুত্ব, দলবদ্ধভাবে কাজ করা, সমস্যা হলে শান্তভাবে সমাধান করার নিয়ম, আত্মরক্ষা, দর্শকদের সামনে কথা বলার দক্ষতা, জড়তা ভাঙা এবং শিশুদের মৌলিক আচরণ বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়। প্রতিটি সেশন বিভিন্ন খেলা, দলগত কাজ, ছবি অঙ্কন, প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও গল্পের মাধ্যমে শিশুতোষ আঙ্গিকে পরিচালনা করা হয়। প্রতিটি সেশন শিশুদের অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। এ ধরনের প্রশিক্ষণ শিশুতোষ হওয়ায় শিশুদের কাছে খুব ভালো লাগে।

শিশুদের জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণে সক্রিয় অংশগ্রহণ

প্রশিক্ষণের ফলে শিশুদের দর্শকদের সামনে কথা বলার দক্ষতা, সমস্যা হলে শান্তভাবে সমাধান করা এবং দলবদ্ধভাবে কাজ করা, পারস্পরিক বন্ধুত্ব বজায় রাখার দক্ষতা তৈরি হবে বলে আশা রাখা যায়। প্রশিক্ষণের সেশনে অংশগ্রহণকারীদের দলে বিভক্ত করে বিভিন্ন সমস্যা প্রদান করা হয় এবং তারা দলগত কাজের ফলে সমস্যার সমাধান বের করার চেষ্টা করে। এবং তারা তাদের দলগত কাজ অন্য সব দলের সামনে প্রদর্শন করে। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীরা মতামত প্রকাশ করে, “এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা শিশুরা নতুনভাবে ভাবতে ও নিজেদের মত প্রকাশ করতে শিখেছি। আমরা আমাদের দক্ষতা সম্পর্কে জানতে পেরেছি এবং জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান আমাদের আত্মবিশ্বাসী হতে এবং ভবিষ্যতে সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা করবে। ধন্যবাদ একশনএইড বাংলাদেশকে আমাদের জন্য এত সুন্দর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।”

পথনাটক প্রদর্শন: শিশু শ্রম প্রতিরোধে কমিউনিটির মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি

মালিহা হাসান বাঁধন

স্থান: নন্দীপাড়া।

প্রেক্ষাপট:

একশনএইড বাংলাদেশ ২০২২ সাল থেকে নন্দীপাড়া ও গোড়ান এলাকায় স্থানীয় সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সঙ্গে কাজ করে আসছে। এই কাজের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, উক্ত দুই এলাকার শিশুরা বিভিন্নভাবে শিশু শ্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে। এরই ধারাবাহিকতায় একশনএইড বাংলাদেশ, এলআরপি-৫৫ এ বছর ২০০ জন শিশুর ওপর শিশু শ্রম-সম্পর্কিত জরিপ পরিচালনা করে। সীমিত আর্থিক সামর্থ্য, সচেতনতার অভাব এবং সরকারি সেবা দূরে থাকার কারণে তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না। শিশু শ্রম প্রতিরোধে কমিউনিটির মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একশনএইড বাংলাদেশ, এলআরপি-৫৫ যুব ও চাইল্ড ফোরাম সদস্যদের সহযোগিতায় পথনাটক প্রদর্শন করে।

উদ্দেশ্য:

১. কমিউনিটির মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি;
২. শিশুদের নিয়মিত স্বাস্থ্য ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
৩. শিশু শ্রম প্রতিরোধে একশনএইড বাংলাদেশ, এলআরপি-৫৫-এর কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

সম্ভাব্য সুবিধাভোগী:

- স্থানীয় কমিউনিটির নারী;
- শিশু;
- পুরুষ; বিশেষ করে একশনএইড বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত শিশুদের পরিবারের সদস্য।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

- কমিউনিটির মানুষের মাঝে শিশু শ্রম প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি;
- শিশুদের নিয়মিত স্বাস্থ্য ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং উপস্থিতির হার বৃদ্ধি;
- কমিউনিটিতে শিশু শ্রম প্রতিরোধে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি।

একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় স্পন্সর শিশুদের ভাই-বোনদের জন্য ৩ মাস মেয়াদি কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ

পূজা দাস, সিজেজি সদস্য, নন্দীপাড়া প্রতিনিধি, এলআরপি-৫৫, একশনএইড বাংলাদেশ।

একশনএইড বাংলাদেশ, এলআরপি-৫৫ এর উদ্যোগে চাইল্ড লেবার প্রজেক্টের আওতাধীন নন্দীপাড়া ও গোড়ান এলাকায় স্পন্সর শিশুদের ১০ জন ভাই-বোনের জন্য ব্র্যাক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তিন মাস মেয়াদি কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা মৌলিক কম্পিউটার জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক দক্ষতা অর্জন করেছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের কম্পিউটার পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে হ্যান্ডনোট প্রদান করা হয় এবং হ্যান্ডনোট অনুসারে সকল অংশগ্রহণকারীদের ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান করা হয়। ব্র্যাক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিবেশ মনোরম এবং প্রশিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতি সুস্পষ্ট থাকায় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে ও তাদের শেখার প্রবল ইচ্ছা প্রশিক্ষণে নিয়মিত আসার জন্য অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে। ৩ মাস ব্যাপী নিয়মিত ক্লাসে অংশগ্রহণ, ব্যবহারিক দক্ষতা ও পুস্তকজ্ঞান অর্জন শেষে সকল অংশগ্রহণকারীরা ব্র্যাক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আয়োজিত মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। মূল্যায়ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা ব্র্যাক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে সফলভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও মূল্যায়ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সুবাদে সার্টিফিকেট গ্রহণ করে।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ এলাকার মানুষ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের পরিবারের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এবং এ ধরনের সময়োপযোগী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায়। তারা মনে করেন, এই প্রশিক্ষণ তাদের সন্তানদের ভবিষ্যতে প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবং দৈনন্দিন জীবনমান উন্নয়নে স্মার্টভাবে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক-যুবতীরা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে তারাই এলাকায় অন্যান্য যুবকদের কম্পিউটার শিক্ষা দিতে ও প্রযুক্তি শেখার আগ্রহ সৃষ্টি করতে সহায়তা করবেন। তারা বিশ্বাস করেন, সবাই মিলে একসাথে কাজ করলে তাদের নিজ এলাকাটিকে প্রযুক্তিনির্ভর ও স্মার্ট এলাকায় পরিণত করা সম্ভব। প্রাপ্ত জ্ঞান তাদের ভবিষ্যৎ কর্মস্থলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। একশনএইড বাংলাদেশ, এলআরপি-৫৫ এর কর্মকর্তারা জানান, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো তরুণদের দক্ষ করে তোলা এবং সমাজে শিশু শ্রম নিরসনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা।

চাইল্ড ফোরামের মাসিক সচেতনতা সভা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান আমি সহ আমার স্কুলের সহপাঠীদের পাথেয়

মায়া মনি মিম, চাইল্ড ফোরাম সদস্য, এলআরপি-৫৫, একশনএইড বাংলাদেশ

একশনএইড বাংলাদেশ, এলআরপি-৫৫ খিলগাঁও এলাকার ৭৪ নং ওয়ার্ড নন্দীপাড়া ও ২ নং ওয়ার্ড গোড়ান এলাকায় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে তাদের জীবনমান উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় উক্ত ২টি এলাকায় ১২-১৭ বছরের কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে ৫টি চাইল্ড ফোরাম গ্রুপ গঠন করা হয়। চাইল্ড ফোরাম গ্রুপের সদস্যরা নিয়মিত মাসিক সভায় উপস্থিত থাকেন ও কমিউনিটির বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এবং সচেতনতামূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে আমি ActionAid Bangladesh-এর এলআরপি-৫৫ আয়োজিত গোড়ান চাইল্ড ফোরামের মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সচেতনতা সভায় অংশগ্রহণ করি। আমার নাম মায়া মনি মিম। সভায় উপস্থিত ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সী ১৫ জন মেয়ের সঙ্গে মাসিক নিয়মিতকরণ, স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মডিউল পড়ে ও দেখে আমরা খুবই সহজে এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পেরেছি।

সেখান থেকে শিখেছি যে, এই বয়সে মেয়েদের মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তন স্বাভাবিক। এক সহপাঠীর প্রথম মাসিকের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার সময় অন্যদের মধ্যে ভয় কমে যায়। আমি সেই শিক্ষা নিয়ে ফিরে এসে আমার স্কুলের সহপাঠীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছি। আমরা খোলাখুলি মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্য শেয়ার করেছি এবং সবাই নিজের অভিজ্ঞতা ও প্রশ্ন ভাগাভাগি করেছে।

এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমি বুঝেছি, নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং প্রাপ্ত জ্ঞান অন্যদের সঙ্গে ভাগাভাগি করা কত গুরুত্বপূর্ণ। এখন আমরা সবাই মাসিক ও স্বাস্থ্য বিষয়ে আরও সচেতন ও আত্মবিশ্বাসী।

গোঁড়ান হাওয়াই গলিতে একশনএইড বাংলাদেশের উদ্যোগে ফ্রি হেলথ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

মরিয়ম আক্তার, ইয়ুথ গ্রুপের সদস্য, এলআরপি-৫৫, একশনএইড বাংলাদেশ।

মানবসেবার অঙ্গীকারে একশনএইড বাংলাদেশ আয়োজিত ফ্রি হেলথ ক্যাম্পে শতাধিক নারী, পুরুষ ও শিশু বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন।

প্রতিবেদন
২৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে রাজধানীর গোঁড়ান হাওয়াই গলিতে একশনএইড বাংলাদেশের উদ্যোগে একেএস ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় একদিনব্যাপী ফ্রি হেলথ ক্যাম্প। স্থানীয় জনগণের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে, নারী ও শিশুদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও টিকাদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে আয়োজিত এই ক্যাম্পে এলাকাবাসীর ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

একশনএইড বাংলাদেশ ২০২২ সাল থেকে নন্দীপাড়া এবং গোড়ান এলাকায় স্থানীয় সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সাথে কাজ করে আসছে। এই কাজের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, উক্ত দুই এলাকার নারী ও শিশুরা স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। সীমিত আর্থিক সামর্থ্য, সচেতনতার অভাব এবং সরকারি স্বাস্থ্যসেবা দূরত্বের কারণে তারা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারেন না। এর ফলে নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও মাতৃস্বাস্থ্য এবং শিশুদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা ও টিকাদান কার্যক্রমে ঘাটতি তৈরি হয়।এরই ফলশ্রুতিতে ২৩ অক্টোবর ২০২৫ গোড়ান হাওয়াই গলিতে একেএসের সহযোগিতায় একটি হেলথ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

উক্ত হেলথ ক্যাম্পে মোট ৪ জন চিকিৎসক ও তাদের ৬ জন সহকর্মী চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। পাশাপাশি একশনএইড বাংলাদেশের কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকরা (ভলেন্টিয়াররা) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে পুরো আয়োজনটি সফলভাবে সম্পন্ন করেন। বিভিন্ন বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুরা এই ক্যাম্প থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা গ্রহণ করেন।

প্রাপ্ত তথ্যমতে–
০-১৫ বছর বয়সী গ্রুপে: ৩২ জন মেয়ে ও ১৯ জন ছেলে
১৬-৩৫ বছর বয়সী গ্রুপে: ৪৩ জন নারী ও ৩ জন পুরুষ
৩৬-৫০ বছর বয়সী গ্রুপে: ১৯ জন নারী ও ১৮ জন পুরুষ।

উদ্দেশ্য
১. কমিউনিটির নারী ও শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে প্রদান।
২. নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য, মাতৃস্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।
৩. শিশুদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও টিকাদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

আয়োজকদের মতে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে এলাকার সাধারণ মানুষ বিশেষ করে নারী ও শিশুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ পেয়েছেন। মানবিকতার এই উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন একশনএইড বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ।

একশনএইড বাংলাদেশ বিশ্বাস করে, "সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাই একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ার পূর্বশর্ত।"

একশনএইড বাংলাদেশ সহযোগিতায় এলআরপি-৪৯, ৫১ ও ৫৫ শিশুদের নিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নওরিন, ইয়ুথ গ্রুপের সদস্য, এলআরপি-৫৫, একশনএইড বাংলাদেশ

এবছর ফেব্রুয়ারি মাসে একশনএইড বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় এলআরপি-৪৯, এলআরপি-৫১ ও এলআরপি-৫৫ এর শিশুদের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রতিটি এলআরপি থেকে আগত শিশু অংশগ্রহণকারীরা ব্লক দৌড়, যেমন খুশি তেমন সাজো এবং চাইল্ড ফোরামের সদস্যরা ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

দিনব্যাপী এ প্রতিযোগিতায় শিশুরা উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে প্রতিটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা নাচ, গান ও আবৃত্তির মাধ্যমে তাদের প্রতিভার প্রকাশ ঘটায়। পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় এলআরপি-৫৫ এর চাইল্ড ফোরাম সদস্য ঈশান ও নওরিন বিজয়ী হয়ে সকলের প্রশংসা অর্জন করে। এবং যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতায় দোলা ৩য় স্থান অর্জন করে।

অনুষ্ঠানটি শিশু ও কিশোরদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব, আত্মবিশ্বাস ও দলগত চেতনা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এলআরপি-৫৫ এর দুই শিশুর জাতীয় স্বীকৃতি

মোঃ ইয়ামিন রহমান, সিজেসি সদস্য, এলআরপি-৫৫, একশনএইড বাংলাদেশ

"আমি কন্যাশিশু, স্বপ্ন গড়ি, সাহসে লড়ি, দেশের কল্যাণে কাজ করি"-প্রতিপাদ্য নিয়ে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস-২০২৫ উপলক্ষে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। উক্ত প্রতিযোগিতায় রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্থানের মেয়ে শিশুরা অংশগ্রহণ করে। বয়সভেদে বিভিন্ন বিভাগে চিত্রাঙ্কন বিষয় উল্লেখ করা হয়। 'ক' গ্রুপ (০৫-০৮বছর)-আমার রঙিন পৃথিবী, 'খ' গ্রুপ (০৯-১২ বছর)-আমরা গড়বো বাংলাদেশ, 'গ' গ্রুপ (১৩-১৫ বছর)-সাহসী কন্যা, আগামীর বাংলাদেশ।

উক্ত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় একশনএইড বাংলাদেশ, এলআরপি-৫৫ এর পক্ষ থেকে ১০ জন মেয়ে শিশু অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় 'ক' বিভাগে প্রতিযোগী শিশু জোয়া-পঞ্চম স্থান এবং 'গ' বিভাগে প্রতিযোগি শিশু মুন্নি-চতুর্থ স্থান অর্জন করেন।

এই সাফল্য একশনএইড বাংলাদেশ, এলআরপি-৫৫ এর জন্য একটি বড় অর্জন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, কারণ শত শত শিশুর মধ্যে দুজন শিশু জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার অর্জন করতে পেরেছে। এছাড়াও, তাদের সাফল্য অন্যান্য শিশুদের মধ্যে উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। শিশুদের পরিবারের সকল সদস্য অত্যন্ত আনন্দিত এবং একশনএইড বাংলাদেশ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া শিশুরা শুধু নিজেদের প্রতিভা প্রদর্শন করেনি, বরং শিশু অধিকার, সৃজনশীলতা এবং সমাজে শিশুদের ক্ষমতায়ন বিষয়ে অন্যান্য শিশুদের জন্য উদাহরণ স্থাপন করেছে। এই ধরনের কর্মকাণ্ড শিশুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং তাদের সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করে।

গ্লোবাল ক্লাইমেট স্ট্রাইক-২০২৫: একশনএইড বাংলাদেশ-এর এলআরপি-৫৫ এর যুবদের সমন্বিত অংশগ্রহণ

১১ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে ActionAid Bangladesh এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত Global Climate Strike-এ অংশগ্রহণ করে এলআরপি-৫৫ এর ২০ জন যুব সদস্য। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, পরিবেশগত সংকট এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তা নিয়ে বৈশ্বিক আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে তারা সক্রিয়ভাবে স্ট্রাইকে অংশ নেন এবং সফলভাবে কর্মসূচি সম্পন্ন করেন।

স্ট্রাইকে অংশগ্রহণকারী যুবরা সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড, স্লোগান ও বার্তার মাধ্যমে জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের কথা তুলে ধরেন। তাদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ প্রমাণ করে– এলআরপি-৫৫ এর তরুণরা বৈশ্বিক ইস্যুতে সোচ্চার এবং দায়িত্বশীল।

বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ তরুণের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো– জলবায়ু নীতিতে কার্যকর পরিবর্তন আনার দাবি জানানো, পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন ও ন্যায্য রূপান্তর নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও টেকসই পৃথিবী গড়ে তোলা।

এই আন্তর্জাতিক উদ্যোগে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এলআরপি-৫৫ এর যুব সদস্যরা প্রমাণ করেছে যে স্থানীয় পর্যায় থেকেই বৈশ্বিক জলবায়ু আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব।

একশনএইড বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই কার্যক্রমে এলআরপি-৫৫ এর যুবদের অংশগ্রহণ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শক্তি বাড়িয়েছে। তাদের সক্রিয় ভূমিকা ও সচেতনতা বাংলাদেশের জলবায়ু আন্দোলনকে আরও দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করেছে এবং ভবিষ্যতে পরিবেশবান্ধব সমাজ গঠনে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

স্যানিটারি প্যাডের সঠিক ব্যবহার এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার ইতিবাচক প্রভাব

জান্নাত, আইডি: ইউ০০৫৫২০০৮৬, বয়স: ১২ বছর, শ্রেণি: ৭

জান্নাত সপ্তম শ্রেণির ১২ বছর বয়সী ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি, সে নিয়মিত শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (SBK) এর বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে, যেখানে সে স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি এবং ব্যক্তিগত বিকাশ সম্পর্কিত সচেতনতামূলক সেশন এবং কর্মশালায় যোগ দেয়।

গত ৬ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে, স্কুল শেষ হওয়ার ঠিক আগে, জান্নাতের প্রথম মাসিক হয়। যদিও সে আগে এটি সম্পর্কে কিছুটা শুনেছিল, তবুও সে ভীত এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সে তার মা বা বন্ধুদের বলতে পারেনি এবং কী করতে হবে তাও বুঝতে পারেনি। পরে সেই সন্ধ্যায়, যখন সে অবশেষে তার মাকে বলেছিল, তখন তার মা তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং পরিস্থিতি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করেছিলেন।

তার মা ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করেছিলেন যে মাসিক একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, কিন্তু জান্নাত জানত না কিভাবে এটি পরিচালনা করতে হয় বা সঠিকভাবে স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করতে হয়। তিনি শিগগিরই বুঝতে পারলেন যে মাসিকের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব সংক্রমণ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে।

জান্নাতের মতো মেয়েদের সমর্থন করার জন্য, একশনএইড বাংলাদেশ (একশনএইড বাংলাদেশ-এর, খিলগাঁও) SRHR (যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার), মাসিকের স্বাস্থ্যবিধি এবং স্যানিটারি প্যাডের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে একটি সচেতনতামূলক সেশনের আয়োজন করে। জান্নাত অন্যান্য মেয়েদের সাথে এই সেশনে অংশ নেয় এবং মাসিকের যত্ন এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সকল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে স্যানিটারি প্যাডও বিতরণ করা হয়েছিল।

পরবর্তীতে, একশনএইড চারটি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে (SBK) "মাসিক স্বাস্থ্যবিধি কর্নার" চালু করে, যেখানে মেয়েরা এবং মহিলারা অবাধে স্যানিটারি প্যাড সংগ্রহ করতে পারে। এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই জান্নাতের সম্প্রদায়ের ১০০টিরও বেশি মেয়ে এবং মহিলাকে উপকৃত করেছে। এই সচেতনতামূলক সেশনের মাধ্যমে, জান্নাত মাসিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে স্পষ্ট এবং ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করেছে। এখন, সে আত্মবিশ্বাসের সাথে তার মা এবং বড় বোনের সাথে মাসিক নিয়ে আলোচনা করতে পারে। সে তার বন্ধু এবং কাজিনদেরও উৎসাহিত করে ব্যাখ্যা করে যে মাসিক লজ্জাজনক কিছু নয়-এটি একটি মেয়ে হওয়ার একটি স্বাভাবিক এবং ইতিবাচক অংশ।

আগে জান্নাত ভাবত, "আমার যদি মাসিক না হতো।" কিন্তু এখন, যথাযথ সচেতনতা এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে, সে গর্বের সাথে বলে–

"ঋতুস্রাব লজ্জার কিছু নয়; এটি শক্তি এবং নারীত্বের প্রতীক।"

জান্নাত তার বাবা-মা, বড় বোন এবং নিজের চারজনের একটি ছোট কিন্তু সুখী পরিবারে বাস করে। কিছু আর্থিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, তারা ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং বোঝাপড়ার সাথে একসাথে থাকে।

নন্দীপাড়ায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে একশনএইড বাংলাদেশের দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য

মোঃ ইয়ামিন রহমান, সিজেজি সদস্য, এলআরপি-৫৫, একশনএইড বাংলাদেশ।

নন্দীপাড়া এলাকায় কিশোরী সুরক্ষা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে একশনএইড বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে গঠিত বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি বর্তমানে একটি কার্যকর ও সফল সামাজিক প্রতিরোধ প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। নন্দীপাড়া SBK-1, SBK-2 ও SBK-3 কেন্দ্রের সমন্বয়ে গঠিত এই কমিটি মাঠপর্যায়ে নিয়মিত সচেতনতা কর্মসূচি, দ্রুত হস্তক্ষেপ এবং পরিবারভিত্তিক কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে নন্দীপাড়ায় ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারা তৈরি করেছে।

ভবিষ্যতের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ হিসেবে কমিটি গঠনের পর থেকে নন্দীপাড়ায় মোট ৪টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিটি ঘটনায় কমিটির সদস্যরা পরিবার, স্থানীয় নেতৃত্ব এবং কমিউনিটি সদস্যদের সাথে সমন্বয় করে কিশোরীদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনে এবং পরবর্তীতে তাদের স্কুলে পুনরায় ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। বর্তমানে চারজনই নিয়মিত পড়াশোনা করছে– যা কমিটির সাফল্যের বাস্তব প্রমাণ।

আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণে কিশোরীর ক্ষমতায়ন: বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে থাকা একটি কিশোরীকে রক্ষার পর তাকে সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং বাড়িতে আয়বর্ধনমূলক কাজের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়। ActionAid Bangladesh-এর সহায়তায় এই উদ্যোগ পরিবারটির আর্থিক চাপ কমিয়ে এনে বাল্যবিবাহের প্রবণতা রোধে সরাসরি ভূমিকা রেখেছে।

সচেতনতা বৃদ্ধি: নন্দীপাড়ায় কমিটি বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যেমন– কিশোর-কিশোরী, অভিভাবক ও কমিউনিটির সদস্যদের নিয়ে সচেতনতামূলক সেশন, বিভিন্ন স্থানে স্টিকার ক্যাম্পেইন, পরিবারভিত্তিক কাউন্সেলিং, স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যৌথ আলোচনা সভা। এর ফলে এলাকায় বাল্যবিবাহ সম্পর্কে একটি শক্তিশালী সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে উঠছে।

অনুপ্রেরণামূলক বার্তা: "একটি কিশোরীর শিক্ষাই তার জীবনের সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা। তাকে বাঁচানো মানে একটি পরিবার, একটি সমাজ ও একটি ভবিষ্যৎকে রক্ষা করা।" ActionAid Bangladesh বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি।

নন্দীপাড়ায় ActionAid Bangladesh-এর বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম আজ একটি জীবন্ত উদাহরণ। সমন্বিত উদ্যোগ, সচেতনতা ও মানবিক প্রচেষ্টায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সম্পূর্ণ সম্ভব। এই কমিটি শুধু চারটি বাল্যবিবাহ বন্ধ করেনি; বরং চারটি ভবিষ্যৎকে নতুন স্বপ্ন দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। নন্দীপাড়ার এই সাফল্য ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক পরিবর্তনের পথ তৈরি করবে–এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

দক্ষতা বৃদ্ধি ও স্বনির্ভর হতে দক্ষতা উন্নয়নমূলক ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থায় একশনএইড বাংলাদেশ

পূজা দাস, সিজেজি সদস্য, এলআরপি-৫৫, একশনএইড বাংলাদেশ।

একশনএইড বাংলাদেশ, এলআরপি-৫৫ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় নন্দীপাড়া ও গোড়ান এলাকার ১০ জন কিশোর-কিশোরীকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ২১ জন নারীকে দর্জি প্রশিক্ষণ, ২ জন পুরুষ ও ৮ জন নারীকে ব্যবসায়িক কৌশল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ এবং ৪ জন নারীকে বিউটি পার্লারের ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা নতুন পেশায় দক্ষতা অর্জন করে নিজেদের স্বনির্ভর হিসেবে গড়ে তুলবে এবং আর্থিকভাবে শক্তিশালী হবে এই লক্ষ্যে একশনএইড বাংলাদেশ, এলআরপি-৫৫ এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

একশনএইড বাংলাদেশ, এলআরপি-৫৫ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রদান এবং ৩৫ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীদেরকে ব্যবসার জন্য ১০,০০০ টাকা করে সহায়তার মাধ্যমে ব্যবসায়িক সম্ভাবনা তৈরি ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

১) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

- মোট ১০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছে।
- প্রশিক্ষণের কম্পিউটার টাইপিং অফিস অ্যাপ্লিকেশন এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের দক্ষতা শিখানো হয়।
- এতে অংশগ্রহণকারীরা ডিজিটাল জগতের কাজ করতে সক্ষম হয়।

২) বিউটি পার্লার প্রশিক্ষণ

- চারজন নারী প্রশিক্ষণ পেয়েছে।
- প্রশিক্ষণে হেয়ার কাটিং, মেকআপ, ফেসিয়াল এবং স্কিন কেয়ার ইত্যাদি শেখানো হয়।
- তারা নিজস্ব বিউটি পার্লার খুলতে পারবে।

৩) দর্জি প্রশিক্ষণ

- ২১ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছে এবং একশনএইড বাংলাদেশ এলআরপি-৫৫ থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের একটি করে সেলাই মেশিন ক্রয় বাবদ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।
- সেলাই, কাটিং ও ডিজাইন শেখানো হয় যা দিয়ে তারা বাড়িতে বসেই আয় করতে পারবে।

৪) ব্যবসায়িক কৌশল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ

- ২ জন পুরুষ ও ৮ জন নারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছে।
- নিজেদের ব্যবসায়ের পরিধি বৃদ্ধির জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ব্যবসায়িক কৌশল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সহায়তা তাদের ব্যবসা শুরু করতে এবং প্রাথমিক সরঞ্জাম ক্রয়ে সাহায্য করবে।

আগামীর সফল উদ্যোক্তা তৈরির আশা ও ভরসায় একশনএইড বাংলাদেশ, এলআরপি-৫৫।

চিত্রাংকন

Wall Magazine

ইসরাত বয়স ০৯

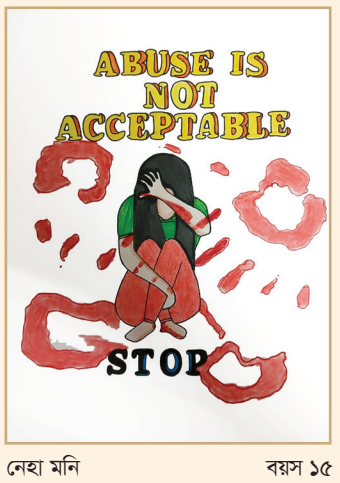

নেহা মনি বয়স ১৫

মুন্নি বয়স ১৪

নুসরাত জাহান বয়স ১৪

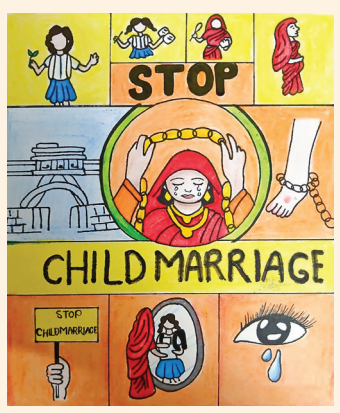

মুন্নি বয়স ১৪

জোয়া বয়স ০৭

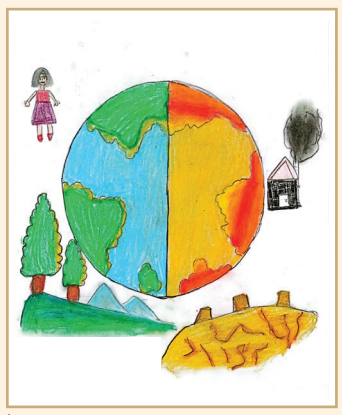

ইসরাত জাহান কুলসুম বয়স ১০

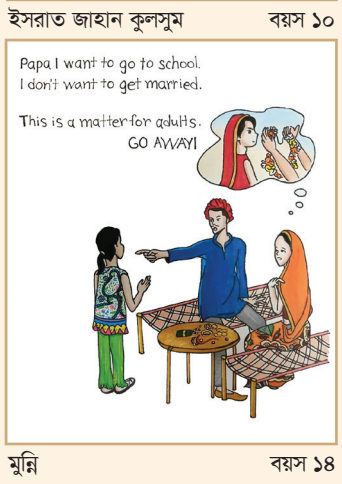

মুন্নি বয়স ১৪

সায়েম বয়স ১২

সিক্সটিন ডেজ অব অ্যাক্টিভিজম উপলক্ষে যুবদের আর্ট এক্সিবিশন ও নারী ক্ষমতায়ন কর্মসূচি সম্পন্ন

লাবনী আক্তার, সেন্টার ফ্যাসিলিটেটর, এলআরপি-৫৫, একশনএইড বাংলাদেশ

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একশনএইড বাংলাদেশ, এলআরপি-৫৫ সিক্সটিন ডেজ অব অ্যাক্টিভিজম উদযাপনে নন্দীপাড়া এলাকায় দুই দিনব্যাপী বিশেষ কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কর্মসূচির প্রথম দিনে ৪০ জন যুবকের অংশগ্রহণে আয়োজিত হয় আর্ট এক্সিবিশন, আর দ্বিতীয় দিনে ১০০ জন নারীকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় নারী ক্ষমতায়ন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

প্রথম দিনের আর্ট এক্সিবিশনে ৪০ জন যুব তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন। প্রদর্শনীর জন্য বাছাইকৃত ১০ জন যুব নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে একসঙ্গে রুখে দাঁড়াও এই থিমে চিত্রাঙ্কন করে, প্রত্যেকে দুর্দান্ত চিত্রাঙ্কন এর মধ্যে তিনজন প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে তারা লিঙ্গসমতা, নারী অধিকার, নিরাপদ সমাজ গঠন, শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ ও যুবদের ভূমিকা এবং সবাইকে একসঙ্গে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান– এই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বার্তাগুলো তুলে ধরেন। অতিথি ও আয়োজকদের মতে, যুবদের এমন ইতিবাচক ও সচেতনতামূলক চিত্রাঙ্কন সমাজে পরিবর্তনের পথ তৈরি করে।

দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠিত হয় নারী ক্ষমতায়ন বিষয়ক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে উপস্থিত ছিলেন ১০০ জন নারী। আলোচনায়,সহিংসতা আর নয়, সহিংসতামুক্ত সমাজ গড়ি, এই বিষয়কে সামনে রেখে, নারীর নিরাপত্তা, আইনি সহায়তা পাওয়ার উপায়, নারী সক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়।

পরবর্তীতে আয়োজিত সাংস্কৃতিক পর্বে গান, কবিতা ও নৃত্যের মাধ্যমে নারীর শক্তি, সামর্থ্য ও অধিকারকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরা হয়। এতে কমিউনিটি নারীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়।

সিক্সটিন ডেজ অব অ্যাক্টিভিজম উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচি অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সাহসিকতা গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে।

ছড়া, কবিতা

অদেখা এক কবিতা

মায়া মনি মিম

একখানা নদী ছিল– জল ছুঁয়েছে না কেউ,
তীরে তার ধুলো নেই, শুধু স্বপ্নের ঢেউ।

পাতা ঝরে না গাছে তবু, ফুল ফুটে না কভু।

একটি পাখি উড়ে চলে, ডানার নেই রেখা,
সুরে তার ব্যথা বাজে, শোনে না কেউ দেখা।

একটি ঘড়ি সময় ছাড়ে, কিন্তু নেই কোন কাল,
সেই সময়ে হারিয়ে যায় স্মৃতির একপাল।

একটি মুখ চোখহীন, তবুও চাহে যে চির,
শুধুই অনুভবে গড়া, রয়ে যায় ধোঁয়াশার ধীর।

সে হাসে না, কাঁদে না, বলে না কোন নাম,
তবুও তার স্পর্শে জাগে দুঃখের রাঙা ঘাম।

তুমি খুঁজবে এ কবিতা শুধু হাওয়ায়,
বারবার পড়লে মনে হয় কোথা থেকে এলো এ চাওয়া?

ফটোগ্রাফার

কনক

বড় হয়ে হবো আমি ছবি তোলার মানুষ,
রঙে ভরে তুলবো ছবি, মিটবে মনের দুঃখ।

আকাশ ভরা রঙিন মেঘে তুলবো আমি ছবি,
ফুলের হাসি, শিশুর খেলা, দুনিয়া হবে রবি।

নদীর ধারা, পাখির ডাকে ক্যামেরাতে বাঁধি,
প্রকৃতির সব রঙিন গল্প ছবিতেই রাখি।

সবাই যখন দেখবে ছবি, হাসবে খুশি মুখ,
ফটোগ্রাফার হবো আমি, এটাই আমার সুখ।

প্রকৃতি

দোলা

সবুজ গাছের ছায়া বসে,
নীল আকাশ স্বপ্ন কষে।
নদীর জলের ঠান্ডা হাওয়ায়,
ভুবন মাঝে সুখ ছড়ায়।

প্রকৃতিতে সর্বোচ্চ সুখ চাও?
গাছ লাগাও জল বাঁচাও।
আজ যত্ন নিলে সবাই,
আগামী সূর্য হাসবেই।

মাছ খাব ভাই

তায়েবা আক্তার লিয়া

মাছ খাব ভাই,
মাছ খাব ভাই,,

মাছ যে কোথায় পাই?
ইলিশ টেংরা পাবদা বোয়াল
রুই মাছ খেতে চাই।
মাছ ভাজা, সবজিরও ভাই,

মজার তরকারি।
সুস্থ শরীর গঠনে
ভীষণ দরকারি।

প্রতিবেদন

২০২৫ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে, নন্দীপাড়া এলাকায় এলআরপি-৫৫ সফলভাবে প্রভাবশালী এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, যার নেতৃত্বে ছিল শিশু ফোরাম, যুব ফোরাম এবং মহিলা সার্কেল। এই উদ্যোগগুলোর লক্ষ্য ছিল পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি, টেকসই জীবনযাপনকে উৎসাহিত করা এবং প্লাস্টিক দূষণের বিরুদ্ধে সম্প্রদায়-নেতৃত্বাধীন সমাধান গড়ে তোলা।

কাপড়ের ব্যাগ প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি

তারিখ: ২৬ মে ২০২৫

এলআরপি-৫৫ প্লাস্টিক ব্যাগের পরিবেশবান্ধব বিকল্প হিসেবে কাপড়ের ব্যাগ তৈরি এবং ব্যবহার সম্পর্কে মহিলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। এই উদ্যোগটি ব্যবহারিক, টেকসই সমাধান প্রদান করে এবং একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক, বিশেষ করে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক সামগ্রী (সম্ভবত প্লাস্টিকের খড়, কাটলারি বা ব্যাগের কথা উল্লেখ করে) এর ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে নারীদের ক্ষমতায়ন করেছে। টেকসই পারিবারিক অনুশীলনে তাদের ভূমিকা জোরদার করে নিয়মিত ব্যবহারের জন্য কাপড়ের ব্যাগ গ্রহণের জন্য নারীরা সমর্থন পেয়েছেন।

সৃজনশীল পুনর্ব্যবহার এবং বৃক্ষরোপণ

তারিখ: ২৮-২৯ মে ২০২৫

জলবায়ু সমস্যা মোকাবেলা এবং ব্যবহারিক, সম্প্রদায়-চালিত সমাধান প্রদর্শনের জন্য একাধিক আকর্ষণীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মূল কার্যক্রমের মধ্যে ছিল:

- ব্যবহৃত প্লাস্টিকের বোতল সংগ্রহ, পরিষ্কার এবং রঙ করা।
- বোতলগুলিকে উদ্ভিদের পাত্রে রূপান্তর
- শিশু এবং যুবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে বৃক্ষরোপণ

এই কার্যক্রমগুলি প্লাস্টিক বর্জ্যের সৃজনশীল পুনর্ব্যবহারকে উৎসাহিত করে এবং তরুণ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পরিবেশগত নীতি জাগিয়ে তোলে। এগুলি সবুজ, আরও টেকসই জীবনযাপনের দিকে সম্প্রদায়ের আন্দোলনের প্রতীকও।

পুনঃব্যবহারযোগ্য বোতল থেকে হস্তনির্মিত সম্প্রদায়ের ডাস্টবিন

তারিখ: ০১ জুন ২০২৫

স্থানীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়, শিশু, যুবক এবং স্বেচ্ছাসেবকরা সংগৃহীত প্লাস্টিকের বোতল থেকে হস্তনির্মিত ডাস্টবিন ডিজাইন এবং নির্মাণে সহযোগিতা করেছিল। এই "বড় ডাস্টবিন"গুলি ছিল:

স্বেচ্ছায় সংগৃহীত প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার করে নির্মিত হয়, কমিউনিটির রাস্তার ধারে স্থাপন করা হয় এবং কমিউনিটি-নেতৃত্বাধীন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মিলিত পরিবেশগত দায়িত্বের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়।

মোট ৮৬ জন মহিলা, ১০৯ জন কমিউনিটি সদস্য এবং ২২ জন যুবক এই উদ্যোগের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

নন্দীপাড়া এলাকায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে একশনএইড বাংলাদেশ, এলআরপি-৫৫ এর যুবদের নেতৃত্বে গলিপথে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সচেতনতার আলোধারা

মালিহা হাসান বাঁধন, সিজেসি সদস্য, এলআরপি-৫৫, একশনএইড বাংলাদেশ।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে একশনএইড বাংলাদেশ ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের যৌথ উদ্যোগে ৭৪ নং ওয়ার্ডের নন্দীপাড়া এলাকায় পরিচালিত হলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, মশার ওষুধ ছিটানো, স্কুল ক্যাম্পেইন এবং কমিউনিটি সচেতনতামূলক সভা।

সম্প্রতি এলাকায় শিশুদের মধ্যে ডেঙ্গুর লক্ষণ দেখা দিলে একশনএইড বাংলাদেশের যুব গ্রুপের সদস্যরা উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে নন্দীপাড়ার নাবিয়াবাদ মাদ্রাসা রোড, ছোট বটতলা ১ নং স্কুল রোড ও ব্রিজ, নেওয়াজবাগ, গোলারবাড়ি ব্রিজ, কবরস্থান রোড, ৫ ও ৬ নং রোড, জান্নাতবাগ, ছাপাখানা ১ ও ২ নং স্কুল রোড, নন্দীপাড়া ক্যাম্প, মঠপাড়া, বড় বটতলা ব্রিজ, আমতলা এবং নূর মসজিদ গলিসহ বিভিন্ন স্থানে মশা নিধনের ওষুধ ছিটানো এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ সময় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৭৪ নং ওয়ার্ডের সচিব জনাব ইবরাহীম খলিল উপস্থিত ছিলেন।

এই অভিযানে সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মীরা সহ মোট ২৫ জন যুব সদস্য সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

এটি শুধু একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান নয়, বরং একটি সচেতনতামূলক পদক্ষেপ, যা কমিউনিটির স্বাস্থ্য রক্ষায় যুবদের সক্রিয় ভূমিকার প্রমাণ।

স্কুল ক্যাম্পেইন: জুলাই-২০২৫শে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা বাড়তে থাকায় যখন অভিভাবক থেকে শিক্ষার্থীরা সবাই উদ্বিগ্ন, ঠিক তখনই সচেতনতার বাহন হয়ে হাজির হয় একশনএইড বাংলাদেশ, এলআরপি-৫৫ তরুণ-তরুণী স্বেচ্ছাসেবীরা। দুইটি স্কুলে পরিচালিত এই গুরুত্বপূর্ণ ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ নেয় প্রায় ১৫০ জন শিক্ষার্থী। রঙিন পোস্টার, বাস্তব উদাহরণ ও সহজ ভাষায় ব্যাখ্যায় ধারণা প্রদান করা হয়- জমে থাকা পানি, ময়লা নালা, অগোছালো পরিবেশ ডেঙ্গুর জন্মভূমি। শিশুদের আগ্রহ, প্রশ্ন আর শেখার উৎসাহে ক্যাম্পেইনের পরিবেশ হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত। আর সেই ছোট হাতগুলোই সচেতনতার সবচেয়ে শক্তিশালী দূত হয়ে ছড়িয়ে দেবে প্রতিরোধের বার্তা। সবশেষে স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য কুইজ কম্পিটিশন রাখা হয় এবং বিজয়ীদের জন্য রাখা হয় কিছু উপহার।

উঠান বৈঠক: একশনএইড বাংলাদেশের যুবরা চারটি উঠান বৈঠক আয়োজন করে। প্রায় ১২০ জন এলাকাবাসীকে সচেতন করেছে। এলাকাবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণে উঠান বৈঠকগুলো হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত। ছোট ছোট বিষয়ে সচেতনতা, পরবর্তীতে শক্তিশালী প্রতিরোধে রূপ ধারণ করে।

মশা নিধনে কার্যক্রম: মশা নিধন কার্যক্রমে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন- নন্দীপাড়া, ৭৪ নং ওয়ার্ডের সচিব জনাব ইব্রাহিম খলিল স্যারের সাথে লিয়াজোঁ করে একশনএইড বাংলাদেশ, এলআরপি-৫৫ তরুণ-তরুণী স্বেচ্ছাসেবীরা সহায়তা পেয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন মশা নিধন ওষুধ, স্প্রে ও স্টিকার প্রদান করেছে। প্রদানকৃত মশা নিধন ওষুধ, স্প্রে ও স্টিকার নন্দীপাড়া এলাকার গলিগুলোতে গিয়ে গিয়ে প্রদান করা হয় এবং সতর্ক করা হয়।

বিশেষজ্ঞের মতামত: "ডেঙ্গু নিয়ে সতর্কবার্তা... ব্যক্তি সচেতনতা এখন সবচেয়ে জরুরি"। - স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পিআইডি।

ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে লড়াই শুধু চিকিৎসা নয়, সচেতনতা ও দায়িত্ববোধের মাধ্যমে জয় নিশ্চিত করা সম্ভব। যুবদের মানবিক প্রচেষ্টা দেখিয়ে দিয়েছে, সহযোগিতা ও সচেতনতা মিলিয়ে যেকোনো সম্প্রদায়কে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ রাখা সম্ভব।

তৃণমূল বার্তা

সম্পাদকীয়

১ম সংখ্যা • জুন ২০২৬
এলআরপি ৫৫

প্রিয় পাঠকবৃন্দ,
শিশুরা একটি দেশের ভবিষ্যৎ সম্পদ। তাদের সঠিক শারিরীক ও মানসিক বিকাশ, শিক্ষা, নিরাপত্তা ও মতামতের মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবতায় এখনও অনেক শিশু দারিদ্র্যতা, শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, সহিংসতা ও শিক্ষাবঞ্চনার মতো নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। এসব সমস্যা দূর করতে শিশুদের অংশগ্রহণ এবং তাদের কণ্ঠস্বরকে গুরুত্ব দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

তৃণমূল পর্যায়ে শিশুদের নিয়ে গঠিত শিশু সাংবাদিক দল, সংগঠন, ক্লাব ও ফোরামগুলো শিশুদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নেতৃত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসব প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শিশুরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানতে পারছে, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করছে এবং সমাধানের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে ও পাশাপাশি কাজ করছে।

বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে শিশু সাংবাদিকতা এমন একটি ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে যেখানে কিশোর-কিশোরীরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, দক্ষতা এবং উপলব্ধি আমাদের সামনে প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরে, যা আমাদের সমাজের গভীর সত্য ও তাদের ইতিবাচক পরিবর্তন উন্মোচন করতে সাহায্য করে। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে এবং সাহস করে তা উপস্থাপন করতে সংবাদ ও সাংবাদিকতা অত্যন্ত কার্যকর একটি হাতিয়ার। শিশুদের এই ধরণের অংশগ্রহণ শুধু তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় না, বরং সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনেও অবদান রাখে। শিশু সাংবাদিকতার ফলে আমরা শিশুদের চোখ দিয়ে সমাজকে দেখার এবং বুঝার একটি সুযোগ পাই- যা আমাদের শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য কাজ করার স্পৃহা বাড়িয়ে তুলে। এছাড়াও তাদের তৈরি প্রতিবেদন সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের জন্য অনেক বেশি মানবিক ও বিশ্বাসযোগ্য স্থান দখল করে।

একটি শিশুবান্ধব সমাজ গঠনে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার, গণমাধ্যম এবং উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগের মধ্যে শিশু সাংবাদিকতাকে গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে এবং শিশুদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের জন্য নিরাপদ, সমতাভিত্তিক ও সুযোগসমৃদ্ধ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এই শিশু সাংবাদিকতা প্লাটফর্ম একদিন সামাজিক ন্যায়ের পক্ষে এক শক্তিশালী কণ্ঠস্বর হয়ে উঠবে, যেখানে তৃণমূলে বসবাসরত জনগনের অভিজ্ঞতা, মতামত এবং স্বপ্নসমূহ সন্মানের সাথে তুলে ধরা হবে।

আপনাদের পাঠ, মতামত এবং উৎসাহ আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসুন, আমরা সবাই মিলে শিশুদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি মানবিক, সচেতন এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলি।

স্টেনিলাস সৃজন বিশ্বাস নিলয়
অফিসার-চাইল্ড স্পন্সরশীপ এন্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট
এলআরপি-৫৫, একশনএইড বাংলাদেশ

সম্পাদকীয়

একশনএইড বাংলাদেশ ১৯৮৩ সাল থেকে দারিদ্র্য, বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ করে আসছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচালিত ১০টি লোকাল রাইটস প্রোগ্রামের মাধ্যমে সংস্থাটি বিশেষভাবে নারী, শিশু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানা উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এই উদ্যোগগুলোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিশুদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বিকাশ। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে একশনএইড বাংলাদেশ ১০টি লোকাল রাইটস প্রোগ্রামের আওতায় ২৩টি শিশু সাংবাদিক দল গঠন করেছে। এসব দলের সদস্যরা নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংবাদ লেখা, ছবি তোলা, আশপাশের সমস্যা চিহ্নিত করা, তথ্য সংগ্রহ এবং লেখনীর মাধ্যমে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের কৌশল শিখছে। তারা শুধু নিজেরাই শিখছে না, বরং সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অন্য শিশুদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিচ্ছে।

শিশু সাংবাদিকরা আজ নিজেদের সম্প্রদায়ের পরিবর্তনের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করছে। তারা নারী ও শিশুদের নানা বাস্তব সমস্যা, সম্ভাবনা ও অপ্রকাশিত গল্প তুলে ধরছে সাহসিকতার সঙ্গে। প্রতিবছর তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রকাশিত 'তৃণমূল বার্তা' স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সরকারি, বেসরকারি এবং উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছে পৌঁছে যায়, যা নীতিনির্ধারণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এখানেই তাদের কাজের পরিসর শেষ নয়। শিশু সাংবাদিকদের লেখা ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমেও প্রকাশিত হচ্ছে, যা তাদের আত্মবিশ্বাস, দক্ষতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধকে আরও সমৃদ্ধ করছে।

আমরা বিশ্বাস করি, আজকের এই শিশু সাংবাদিকরাই আগামী দিনের সচেতন নাগরিক, মানবাধিকারকর্মী, গণমাধ্যমকর্মী এবং পরিবর্তনের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে। তাদের কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করা মানে একটি ন্যায়ভিত্তিক, বৈষম্যহীন ও শিশু-বান্ধব সমাজ গঠনের পথকে আরও সুদৃঢ় করা। এই বিশ্বাস নিয়েই একশনএইড বাংলাদেশ শিশুদের ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব বিকাশের যাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

একশনএইড বাংলাদেশ